বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা
www.brdb.gov.bd

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিআরডিবি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা এর সূচক নং-১.৩ অনুসারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার মূলনা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার রেকর্ড নোটস।

প্রধান অতিথি : জনাব মিজানুর রহমান, কর্মসূচি পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি), বিআরডিবি, ঢাকা।
সভাপতি : জনাব সুপ্রিয়া বর, উপপরিচালক, বিআরডিবি, শরীয়তপুর জেলা।
স্থান : মূলনা ইউনিয়ন পরিষদের হল রুম, জাজিরা, শরীয়তপুর।
তারিখ : ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি.
উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক" সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর তিনি বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) জানান যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা সহজীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা নিশ্চিত করাই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করার মূল লক্ষ্য। সভায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কিছু হাতিয়ার বা টুলস সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, ই-গভর্ন্যান্স, ইনোভেশন, গণশুনানী, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য অধিকার এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীদেরকে শুদ্ধাচার সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য প্রজেক্টরের মাধ্যমে শুদ্ধাচার, সিটিজেন চার্টার, তথ্য অধিকার সম্পর্কিত ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয় এবং বিআরডিবি সদর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রোজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সভায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের হাতিয়ার বা টুলস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়। যার বর্ণনা নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হলো:

সিটিজেন চার্টার :

বিআরডিবি, সদর কার্যালয়ের উপপরিচালক (মূল্যায়ন) ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন ফোকালপয়েন্ট ড.মোঃ জিয়াউর রশিদ সভায় জানান যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) হলো নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি। সেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ ও নির্দেশনা দেয়া থাকে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট সেবাবক্সে আপলোড করা আছে। এছাড়া দৃশ্যমান জায়গায় সাইনবোর্ড আকারে সেবা প্রদানের তালিকা প্রদর্শন করা আছে। নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে উক্ত সেবা প্রদান তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য নিতে পারেন। এ সময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে জানতে চাওয়া হয় যে সরকারিভাবে সিটিজেনস চার্টারের মাধ্যমে কী কী ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে?। আলোচক জানান যে, সরকারিভাবে সিটিজেনস চার্টারের মাধ্যমে ০৩ (তিন) ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে যথা- নাগরিক সেবা; প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; অভ্যন্তরীণ সেবা।

সুপারিশ : সকল নাগরিকদের সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে বিআরডিবি, সাভার উপজেলায় সিটিজেনস চার্টার দৃশ্যমান জায়গায় প্রদর্শন করার সুপারিশ করা হয়। এবং নাগরিকগণ সিটিজেন চার্টার দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা নিতে পারে।

তথ্য অধিকার :

সভায় জানানো হয় যে, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের তথ্য প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সভায় জনাব মোঃ নুরুজ্জামান জানান যে, বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, এই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সভায় বিআরডিবি'র তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন করেছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে নাগরিকগণ নিম্নরূপভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারেন-

> তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৮ (৩) অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত "ক" ফরম বা ফরম্যাটে আবেদন করবেন।
> ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উল্লিখিত তথ্যাবলি সাদা কাগজে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে বলে সভায় আলাচনা করা হয়।
> তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

সুপারিশ : বিআরডিবি'র সাভার উপজেলার সুফলভোগী ও অন্যান্য নাগরিকদের সরকারি কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারেন। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি জাজিরা নাগরিকের চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির নির্ধারত ফরম সরবরাহ করবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা :

সভায় আলোচনা করা হয় যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সেবা দেওয়ার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে কোন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি দপ্তরসমূহের জবাদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকারের সচিবালয় নির্দেশিকা-২০১৪ অনুসারে নাগরিকগণের মতামত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে অভিযোগসমূহের প্রতিকার প্রদান এবং সংরক্ষণের কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণের অনুশাসন দেওয়া হয়েছে। উক্ত অনুশাসন অনুসারে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় এবং সকল সরকারি বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদানে কোন অনিয়ম হলে অনলাইন ও অফলাইনে অভিযোগ দাখিল করা সুযোগ রয়েছে। নাগরিকগণ এই ব্যবস্থায় তাদের কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে।

সুপারিশ : বিআরডিবি হতে কোন নাগরিক কোন সেবা গ্রহণে ভোগান্তির স্বীকার হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ অনুসারে নির্ধারিত ছকে অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করে আবেদন করতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা অভিযোগের দাখিলের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

উন্মুক্ত আলোচনা : সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশাজীবী অংশীজন ও বিআরডিবি'র সুফলভোগী সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সরকারি সেবা জনগণের নিকট সহজভাবে পৌছে দেয়ার জন্য শুদ্ধাচার কৌশল কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত চাওয়া হয়। যা নিম্নরূপভাবে তুলে ধরা হলো :

১) সুফলভোগী সদস্য রুমানা আক্তার বলেন সমিতি পর্যায়ে সকল সদস্যদের ঋণ পরিশোধ না হলে পুনরায় ঋণ পেতে দেরি হয় এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র একক ঋণ বিতরণ প্রত্যাবতন করবে কী না ? সভায় উৎপাদনমূখী কর্মস্থান কর্মসূচি (পিইপি) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কল্লোল সরকার জানান যে, বিআরডিবি'র উৎপাদনমূখী কর্মস্থান কর্মসূচি (পিইপি) এর মাধ্যমে উৎপাদনমূখী খাতে একক ঋণ চালু রয়েছে। সদস্যরা ইচ্ছা করলে সমিতির মাধ্যমে একক ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে ইউআরডিও যথাযথ সহযোগিতা করবেন।

২) সুফলভোগী সদস্য সেতারা বেগম বলেন যে, তিনি বিআরডিবি হতে ঋণ নিয়ে কসমেটিক, শাড়ি ও ষ্টেশনারীর ব্যবসা করছেন। এখন তাঁর আরও বড় ঋণ প্রয়োজন। সভায় জানানো হয় যে, সেতারা বেগম বিআরডিবি হতে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে তাঁর ব্যবসা বড় করতে পারে।

৩) সুফলভোগী সদস্য আলেয়া খাতুন বলেন যে,বিআরডিবি হতে তিনি ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু পালন করে বর্তমানে সাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ৮৫ হাজার টাকা। তিনি বিআরডিবি হতে ঋণ নিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

৪) সুফলভোগী সদস্য মালা আক্তার বলেন যে, বিআরডিবি হতে ১বছর আগে ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু ঋণ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঋণের সেবামূল্য মওকুপের কোন সুযোগ আছে কী না ? সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি'র ঋণের সেবামূল্যে মওকুপ নীতিমালা অনুসারে ঋণের সেবামূল্য মওকুপ করা হয়। সেক্ষেত্রে একবছর মেয়াদী ঋণের সেবামূল্য মওকুপের সুযোগ নেই।

৫) সুফলভোগী সদস্য শিউলি আক্তার জানান যে, বিআরডিবি হতে পশুপালন খাতে ঋণ প্রদান করা হয় কী না ? সভায় জাজিরা উপজেলার ইউআরডিও জানান যে, বিআরডিবি হতে পশুপালন খাতে ঋণ বিনিয়োগ করা হয়।

৬) মূলনা ইউনিয়নের বিশিষ্ট সমাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব চাঁন মিয়া বলেন যে, বিআরডিবি'র অদ্যকার সভার মাধ্যমে সরকারি সেবা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম। তবে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ে সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা করার জন্য অনুরোধ করেন।

এছাড়া সভায় উপস্থিত সকল সুফলভোগী সদস্যগণ বলেন যে, শুদ্ধাচার সম্পর্কে বিআরডিবি, জাজিরা উপজেলায় এমন একটি সভা আয়োজন করার জন্য বিআরডিবি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। শুদ্ধাচার ও তথ্য প্রাপ্তির এই কর্মকৌশল কি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার কোন সুযোগ আছি কি, না। এ সময় বিআরডিবি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়), বিআরডিবি, ঢাকা জানান যে, বাংলাদেশের সকল শ্রেণির ও সকল পর্যায়ে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

সভায় জাজিরা মূলনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আঃ জলিল মাদবর বলেন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে আরও বৃহৎ পরিসরে সভা আয়োজন করা যেতে পারে। যাতে করে অধিক সংখ্যক জনগণ এ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। সাধারণ জনগণকে শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে বেশি বেশি সচেতন করতে হবে। শুদ্ধাচার কৌশলের বার্তা স্ব-স্ব কর্মস্থলে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জনসচেতনতা তৈরি করতে অধিক সভা আয়োজন করা যেতে পারে। এ সময় বিআরডিবি'র সুফলভোগী সদস্য আইশা সিদ্দিকার গ্রাম বড় মউনা গ্রামের খালে একটি ব্রিজ করার আবেদন করলে তিনি জানান যে, বিষয়টি জাজিরা পৌরসভার মধ্য এটি আমার বিষয় নয়। তবে আমি পৌর চেয়ারম্যানের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করবো।

সভায় বিআরডিবি, জাজিরা উপজেলার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, সরকার ও বিআরডিবি কতৃক গৃহীত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছি। দুর্নীতিমুক্ত, ভোগান্তিবিহীন জনসেবা সরবরাহ করে চলছি। আমার কর্মএলাকার সকল সুফলভোগীগণদের নিয়মিত সেবা প্রদান করে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় বিআরডিবি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়), বিআরডিবি, ঢাকা বলেন যে, সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করাই আজকের এই অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার মূল লক্ষ্য। আমরা সকলেই ব্যক্তিগত জীবন ও দেশের উন্নয়নের স্বার্থে শুদ্ধ জীবন যাপন করব এবং সকলকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য উৎসাহ প্রদান করব।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মিজানুর রহমান, কর্মসূচি পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি), বিআরডিবি, ঢাকা। তিনি বলেন সততা, নৈতিকতা শুদ্ধাচারের মূলকথা। জনগণের সেবা প্রদান করাই হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল লক্ষ্য। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা আরও দৃঢ় হবে। বিআরডিবি'র মাধ্যমে আজকে শুদ্ধাচার বিষয়ক যে অংশীজনের সভা করা হচ্ছে তা অত্যন্ত জনসচেতনতামূলক। আশা করছি বিআরডিবি এই ধারা বজায় থাকবে। শুদ্ধচার শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নয় সকলকে ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য স্মার্ট নাগরিক হতে হবে, স্মার্ট সমাজ গঠনে সহায়তা করতে হবে এবং স্মার্ট অর্থনীতি তৈরি করতে ন্যায়-নীতির সাথে কাজ করে যেতে হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিআরডিবি, শরীয়তপুর জেলার উপপরিচালক জনার সুপ্রিয়া বর। তিনি বলেন সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করাই আজকের এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বিআরডিবি সদর কার্যালয় ইউনিটকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তার কর্মএলাকায় শুদ্ধাচার বিষয়ক এমন একটি সভা আয়োজনের প্রয়োজন ছিল। আমার কর্মএলাকার সুফলভোগীরা এবং সুশীল সমাজ অবগত হয়েছে যে, বিআরডিবি সঠিকভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে শুদ্ধাচার কৌশলের সুফলগুলো নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নের আহবান করেন এবং সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকার জন্য আলোচনা করা হয়। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় উত্থাপিত না হওয়ায় সকলকে আন্তরিকতার সাথে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৯/০৩/২০২৫

মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জনসংযো ও সমন্বয়)
বিআরডিবি, ঢাকা

২৯/০৩/২০২৫

মিজানুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি)
বিআরডিবি, ঢাকা

স্মারক নং- ৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৩.২২-৩১৪০ তারিখ : ২৭ মার্চ ২০২৫

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) পরিচালক (সকল) বিআরডিবি, ঢাকা/বিআরডিটিআই, সিলেট।
২) যুগ্মপরিচালক (সকল) বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩) প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচি পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক, বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা/রংপুর/গাইবান্ধা/ফরিদপুর।
৪) উপ সচিব (এপিএ শাখা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) উপপরিচালক (সকল) বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৬) উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭) উপপরিচালক (সকল), বিআরডিবি.....জেলা।
৮) মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি, সাভার উপজেলা, ঢাকা।
১০) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল) বিআরডিবি,..... উপজেলা, ...জেলা।
১১) অফিস কপি।

২৯/০৩/২০২৫

মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)